এতো ভয় কেন বদরুদ্দোজাকে

শেষ এক সপ্তাহ প্রত্রিকার প্রথম পাতা দখল করেছিল বি চৌধুরীর বিকল্প ধারার সংবাদ। বিষয়টি একটু ঘুরিয়েও বলা যায়, বিএনপি বাধ্য করেছিল তাদেরকে সংবাদ শিরোণামে থাকার বিষয়ে। বার বার আক্রমণ করে বি চৌধুরী, মেজর মান্নানকে এই সাতদিনে বিরাট ফ্যাক্টরে পরিণত করা হয়েছে। বদরুদ্দোজাকে এভাবে নিবৃত্ত করার জন্য কেন মরিয়া হয়ে উঠেছে বিএনপি, কেন এত ভয় তাকে ... লিখেছেন **মোহসিউল আদনান**

ভয় পেলে মানুষ কি করে? হয় কাঁপতে থাকে, নাহলে চিৎকার করে তা কাটানোর চেষ্টা করে। আর রাজনীতিবিদরা কি করে? সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকতে শুরু করে। দোষক্রটি অন্যের ঘাড়ে চাপানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এরা মনে করে মাইকে জোর দিয়ে কথা বললেই তা সত্য হয়ে উঠবে আর বোকা জনগণ আবারও বোকা হয়ে তা সত্য মনে করবে। গোয়েবলসের তত্ত্ব যে এখন দেশের সাধারণ মানুষও জানে সেটা তারা জানে না বা বোঝে না। কিংবা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের প্রথম সারির নেতাদের বক্তৃতা শুনলেই বোঝা যায় তারা কী অনুভব করছেন। এই যেমন খালেদা জিয়ার কথাই ধরুন। ১১ মার্চ তিনি রাজশাহীতে মাইক ফাটিয়ে বললেন, বিকল্প ধারা বিকল ধারায় পরিণত হবে। অথচ কিভাবে হবে তার ব্যাখ্যা সেখানে তিনি দেননি। নেত্রীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে তার দল ঝাঁপিয়ে পড়লো বি. চৌধুরী এবং তার বিকল্প ধারার নেতা-কর্মীদের ওপর। অবশ্য প্রশাসন ও তার নতুন পোশাক পরা পুরনো পুলিশ বাহিনীও যথেষ্ট চেষ্টা করেছে প্রধানমন্ত্রীর 'ভাবমূর্তি' অক্ষুণ্ন রাখতে। জনসভার জন্য জায়গার অনুমতি না দেয়া, রাস্তায় বার বার ব্যারিকেড দেয়া থেকে শুরু করে ভুয়া সংগঠনের নামে জায়গা দখল করা, মাইক কেড়ে নেয়া, মঞ্চ ভাঙচুর কোনোটাই বাদ দেয়নি। এতো কিছুতেও তাদের যেন ভয় কাটছিল না।

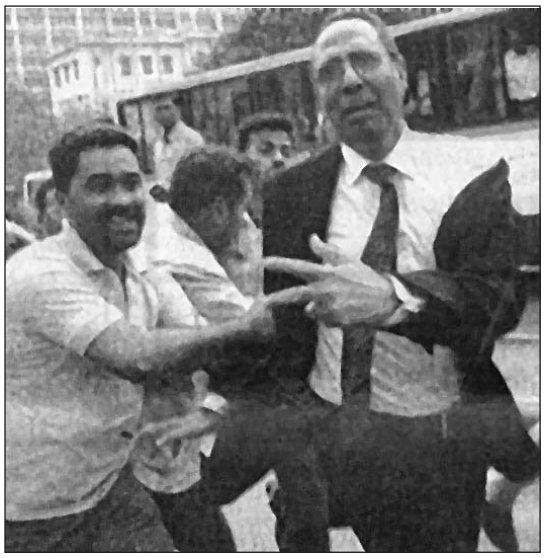

নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সময় তাদের পুলিশ কি করছিল? এখন পর্যন্ত কেন সেই ঘটনায় জড়িত যারা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হলো না? আর মুক্তাঙ্গনের অনুমতি পাবার জন্য বি. চৌধুরীকে সমাবেশের তারিখ পর্যন্ত বদলাতে হলো, তা কিভাবে অন্য একটি নাম না জানা সংগঠন দখলে নিয়ে নেয়? এর উত্তরে হারিছ চৌধুরী কি বলবেন?

আক্রমণ করলো সরাসরি। মোটরসাইকেল তুলে দিল স্বয়ং বি. চৌধুরীর ওপর। পুলিশও খুব ভালো ভূমিকা রেখেছে। আক্রমণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। আর বিকল্প ধারার নেতাদের পুলিশ ভ্যানে আশ্রয়টুকু দিয়েছে। কী ঔদার্য আর মহত্বের পরিচয়!

খালেদা জিয়া যে বিকল্প থেকে 'প' সরানোর এই কৌশল নিয়েছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষ পাগল হলে সে কি করে বা বলে, তার জন্য দোষ দিতে নেই। আর রাজনীতিবিদ, তাও আবার ক্ষমতাবানদের এমন কাজ তো খুবই স্বাভাবিক। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা তো বেয়াদবির পর্যায়ে চলে যায়। খালেদা জিয়া তো শুনলেই বলে ফেলবেন 'চুপ বেয়াদব'। খালেদা জিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কথা কম বলেন। ক্ষেত্রবিশেষে এটা ওনার জন্য ইতিবাচক। বেশি কথা বলতে গিয়ে সব রাজনীতিবিদই অর্থহীন কথা বেশি বলেন। সে হিসেবে খালেদা জিয়ার কম কথাই ভালো। আপসহীন খেতাব পেয়েছেনও এভাবে। সব কিছুর উত্তরেই 'না' শব্দতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তিনি। কিন্তু এবার হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। একদিকে ব্রুট মেজরিটির উত্তাপ, অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে সামলানো। এরই মাঝে কী তিনি শুনতে পেয়েছেন দল ভাঙনের শব্দ? নাহলে এমন ভয় পেলেন কেন?

অবশ্য তার দৃশ্যমান ডান হাত মান্নান ভুঁইয়া এবং ক্ষমতার জোর জামায়াতে ইসলামী তাকে বারবার সাহস জোগানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মান্নান ভুঁইয়া তো বলেছেন, দুই এমপির চলে যাওয়াতে দলের কোনো ক্ষতি হবে না। বিএনপি'র মতো বড় দলের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। সাধারণ মানুষও যদি এটাকে সত্য মনে করতো তাহলে মান্নান ভুঁইয়ার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারতেন বিএনপি নেত্রী। দৈনিক প্রথম আলোর অনলাইন জরিপে মাত্র ২৯.৩ ভাগ মানুষ মনে করেন এতে বিএনপির ক্ষতি হবে না। বাকি ৭০ ভাগই কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একবার চিন্তা করে দেখুন, এই ৭০ ভাগ কারা। এদের বিরাট অংশ কিন্তু এবার বিএনপিকে ভোট দিয়েছে সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে। দুর্নীতি কিছুটা কমলে সেটা হবে বোনাস, এই আশায় ছিল তারা। চিন্তিত মধ্যবিত্ত আর পেশাজীবীরাও হয়তো এই ৭০ ভাগের সঙ্গে একমত হবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এতো বড় দল থেকে দু'জন এমপির পদত্যাগের ঘটনায় এতো চিন্তিত হবার কি আছে? কেননা তারা হিসাব কষে দেখেছেন তাদের মতোই অন্য সাধারণ মানুষ (কোনো দলের অন্ধ সমর্থক নয়) এখন খুবই বিরক্ত ক্ষমতাসীনদের ওপর। সন্ত্রাস আর দ্রব্যমূল্যের অসীম ঊর্ধ্বগতির হার তাদেরকে এমন ভাবতে বাধ্য করছে। আবার একই সঙ্গে এরা আওয়ামী লীগকেও মনে করছে না পরিত্রাণদাতা হিসেবে। এমন সময় বি. চৌধুরীর নতুন প্লাটফর্মকে তারা আশ্রয় মনে করতে পারে। এই বোধটা বিএনপি'র কিছু এমপিকেও যে ভাবাচ্ছে না তাও নয়। বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়া কয়েকজন সাংসদ, নেতা দলের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করেছেন বিকল্প ধারাকে সামনে রেখে। দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নয় এবং সুবিধা-বঞ্চিত অথবা অধিক সুবিধা-বঞ্চিতরাও এ সুযোগটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। আবার অনেকে হিসাব কষছেন যদি পরের বার বিএনপি ক্ষমতায় না আসে তাহলে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত থাকা পুলিশের লাঠির আঘাতে রাজপথে শুয়ে থাকারই নামান্তর হবে। কম করে হলেও একের পর এক মামলায় জর্জরিত হতে হবে, বাঁচতে হলে শামীম ওসমানের মতো দেশ ছাড়তে হবে। বিএনপির এই পক্ষ মনে করছে এদিক থেকে হয়তো বি. চৌধুরী তাদের উদ্ধার করতে পারবেন, যদি তিনি পরবর্তী ক্ষমতার অংশীদার হন। এসব অঙ্ক, সমীকরণ নিয়ে বিএনপি হাইকমান্ড এখন খুবই চিন্তিত। প্রধানমন্ত্রী হয়তো সে কারণেই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন কোন সাংসদ কী করেন তার নজরদারি করার জন্য। অনেকের সঙ্গে তিনি কথাও বলছেন।

মান্নান ভুঁইয়া, খন্দকার মোশাররফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যেন দলছুটের সংখ্যা না বাড়ে। মুখে যতই তিনি অস্বীকার করুন না কেন, অশনি সংকেত কিছু একটা তিনি পেয়েছেন। তাই হয়তো ১৩ মার্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৬ মার্চ সংসদীয় দলের সভা করার জন্য। অথচ শেষ দেড় বছরে সংসদীয় দলের সভা হয়েছে মাত্র দু'বার। শেষ সভা হয় ২১ জানুয়ারি।

দলকে পুনরুজ্জীবিত করার এই কৌশল গণতান্ত্রিক। কিন্তু পুলিশ প্রহরায় তিতুমীর কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতাকে দিয়ে বিরোধীদের গায়ের ওপর মোটরসাইকেল তোলাটাকে কি বলা যায়? এর উত্তরও অবশ্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরী। ঘটনাটিকে তিনি সাজানো নাটক বলেছেন। তাহলে নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সময় তাদের পুলিশ কি করছিল? এখন পর্যন্ত

সম্ভাব্যদের তালিকা তৈরি গোয়েন্দাদের নজরদারি

মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান বিকল্প ধারায় যোগ দেয়ার পর বিএনপির অভ্যন্তরে পারস্পরিক সন্দেহ বেড়েছে। বিকল্প ধারা থেকে দাবি করা হচ্ছে, বিএনপির সাংসদদের বিশাল অংশ বিকল্প ধারায় যোগ দিচ্ছে। জানা গেছে, বিকল্প ধারায় যোগ দিতে পারে সন্দেহে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের প্রতি গোয়েন্দারা নজর রাখছে। চট্টগ্রামের সাংসদ আলী আহেমদ, এল কে সিদ্দিকী, মানিকগঞ্জের হারুন অর রশিদ মুন্নু, রাজশাহীর কবীর হোসেন, আবু হেনা, মুন্সীগঞ্জের আবদুল হাই, টাঙ্গাইলের গৌতম চক্রবর্তীসহ প্রায় দুই ডজন সাংসদের ওপর গোয়েন্দারা নজরদারি বাড়িয়েছে। বিএনপির অভ্যন্তরে চলছে নানা ধরনের গুঞ্জন। বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে, হাইকমান্ড যেকোনো প্রকারে এমপিদের বিকল্প ধারায় যোগদান প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। সন্দেহভাজন সংসদদের ওপর দলীয় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

ছাত্রদলের সভাপতি লাল্টু এবং যুবদল ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি জসিমউদ্দিন মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নীরব তো প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়ে বলছেন, হাইকমান্ডের নির্দেশ আছে যেখানেই বিকল্প ধারার কর্মসূচি, সেখানেই বাধা দিতে হবে। আর বাধা দেয়ার নমুনা তো দেখাই গেছে। তার মানে বিএনপি এখন এই পথটাই বেছে নিয়েছে ... হুমায়ূন আজাদ ইস্যুতেও ঢাবি'তে ছাত্রদল একই কৌশল নিয়েছিল। ক্ষতি তাদেরই হয়েছে।

কেন সেই ঘটনায় জড়িত যারা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হলো না? আর মুক্তাঙ্গনের অনুমতি পাবার জন্য বি. চৌধুরীকে সমাবেশের তারিখ পর্যন্ত বদলাতে হলো, তা কিভাবে অন্য একটি নাম না জানা সংগঠন দখলে নিয়ে নেয়? এর উত্তরে হারিছ চৌধুরী কি বলবেন? উত্তর অবশ্য দিয়েছেন মাহী বি. চৌধুরী। বলেছেন, 'হ্যাঁ সাজানো নাটক। রচনা করেছেন হারিছ চৌধুরী, পরিচালনায় ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর আর প্রযোজনায় হাওয়া ভবন প্রোডাকশন্স লিমিটেড।'

বাকযুদ্ধে বেরিয়ে আসছে বিএনপির অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রচলিত সত্যগুলো। হাওয়া ভবনের একচ্ছত্র আধিপত্য যে বিএনপিকে এখন সংকটময় অবস্থানে এনেছে তা অনেকটাই পরিষ্কার। অবশ্য সাফাই হিসেবে মান্নান ভুঁইয়া যথারীতি বলেছেন, সুবিধা-বঞ্চিতরা বিএনপিকে ভাঙতে পারবে না। মান্নান ভুঁইয়ার এ কথাতেও প্রশ্ন ওঠে। তাহলে এখন যারা বিএনপি'র সঙ্গে যুক্ত তারা কি অনেক সুবিধাভোগী? সব সুবিধাই কী বৈধ? মেজর মান্নানকে এখন বিএনপি বলছে কালো টাকার মালিক। অথচ দশ দিন আগেও তারা

কোনো বিবৃতি দেয়নি। দল থেকে বের হয়ে গেলেই সে দুর্নীতিবাজ- এ কথাটা যদি বিশ্বাস করতেই হয়, তাহলে মান্নান ভুঁইয়াকেও কিন্তু স্বীকার করে নিতে হবে তার নেত্রী এবং হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো। তিনি কী সেটা করবেন?

বক্তৃতায় মান্নান ভুঁইয়া, তার দল যাই বিবৃতি দিচ্ছে না কেন, বিকল্প ধারা তাদেরকে প্রতি মুহূর্তেই রাজনৈতিক চাপের মধ্যে ফেলছে। বি. চৌধুরীর সাংগঠনিক ক্ষমতা তাদেরকে চিন্তিত থাকতে হয়তো বাধ্য করছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে সন্ত্রাস আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরাট বাণী দিয়ে তারা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, আজ সেই সন্ত্রাস আর দুর্নীতিকেই বেছে নিয়েছে ক্ষমতায় থাকার কৌশল হিসেবে। ছাত্রদলের সভাপতি লাল্টু এবং যুবদল ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি জসিমউদ্দিন মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নীরব তো প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়ে বলছেন, হাইকমান্ডের নির্দেশ আছে যেখানেই বিকল্প ধারার কর্মসূচি, সেখানেই বাধা দিতে হবে। আর বাধা দেয়ার নমুনা তো দেখাই গেছে। তার মানে বিএনপি এখন এই পথটাই বেছে নিয়েছে। এটা কী বিকল্প ধারাসহ সব বিরোধীদের আটকানোর স্ট্রাটেজি?

১০ দিন আগেও এই প্রশ্নের উত্তর আজকের চেয়ে ভিন্ন হতো। এখন আওয়ামী লীগকে বিএনপি চাচ্ছে সংসদে নিয়ে আসতে।

ডেট লাইন : ১১ মার্চ, তান্ডব কোথায় কিভাবে

বিকল্প ধারার জাতীয় নির্বাহী কমিটির নাম ঘোষণার জন্য মুক্তাঙ্গনে ১১ মার্চ অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সভা আহ্বান করেন। মুক্তাঙ্গনে সভা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেয়া হয়। অথচ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জোট সরকার বিকল্প ধারার সমাবেশ পন্ড করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। পথে পথে বাধা দেয়া হয়। এ সমাবেশকে কেন্দ্র করে মুক্তাঙ্গন, মহাখালী, বারিধারা, ঢাকা মাওয়া সড়ক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জোট সরকারের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনী ধারালো অস্ত্র, বোমা দিয়ে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর গতি রোধ করে। দখল নেয় মুক্তাঙ্গন।

স্পট মুক্তাঙ্গন : ১০ মার্চ রাতে বিকল্প ধারার পক্ষ থেকে মুক্তাঙ্গনে প্যান্ডেল বানানোর জন্য ডেকোরেটর ভ্যানে বাঁশ, কাপড় নিয়ে যায়। পুলিশ তাদের প্যান্ডেল বানাতে বাধা দেয়। বাধ্য হয়ে ডেকোরেটর ফিরে আসে। সকাল ১১টার দিকে বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদ নামে ১০/১২ জন লোক ব্যানার নিয়ে মুক্তাঙ্গনে আসে। তারা মাইক টানিয়ে সমাবেশ শুরু করে। দুপুর ২টার দিকে মুক্তাঙ্গনে জটলা করতে থাকে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিবেশ। জটলাধারীরা ধর ধর করে বিভিন্ন দিকে মাঝে মাঝে ছুটতে থাকে। দুপুর ২টায় সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন অ্যাডভোকেট ব্যানার নিয়ে মুক্তাঙ্গনের দিকে আসতে থাকে। বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদের সমাবেশ থেকে ক্যাডাররা ছুটে যায়। আইনজীবীরা তাদের হাতে দারুণভাবে লাঞ্ছিত হয়। ধাওয়া খেয়ে আইনজীবীরা পল্টন মোড়ে পুলিশ বক্সে আশ্রয় নেয়।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদ নামে বাস্তবে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। তবে তাদের নেতাদের খোঁজ পাওয়া গেছে। বাস্তুহারা নেতা এসএম হাসান, রাজু আলী মূলত পীর ইয়েমেনি মার্কেট এলাকার সন্ত্রাসী। বাস্তুহারার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের লোক বলে এলাকাবাসী জানিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাস্তুহারা কল্যাণ সমিতির নামে মুক্তাঙ্গন দখলকারীরা মালিবাগের বিএনপির ওয়ার্ড কমিশনারের বাসায় আগের দিন বৈঠক করে। আলোচনা হয় কিভাবে মুক্তাঙ্গন দখলে রাখা যায়। সিদ্ধান্ত হয় এলাকার সন্ত্রাসী, ভবঘুরে, কিছু ছিন্নমূল মহিলাকে মুক্তাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হবে। নির্দেশ মতো তারা মুক্তাঙ্গনে পৌঁছে। বিকল্প ধারার সূত্র থেকে জানা গেছে, মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করার জন্য তারা এদিন প্রয়োজনীয় অনুমোদন সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে এনেছিল। অথচ তারা সমাবেশ করতে পারেনি। তবে বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদ নামক যে সংগঠনটি মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করেছে, সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে তারা কোনো অনুমোদন নেয়নি। অনুমোদন নেয়নি মাইক ব্যবহারের।

মুক্তাঙ্গনে বাস্তুহারা পরিষদের সমাবেশে মহড়া দিয়েছে মুক্তাঙ্গনের রেন্ট-এ-কারের বিএনপি সমর্থক কয়েকজন মালিক। এদের নেতৃত্ব দিয়েছে শেখ জাকির হোসেন। ঢাকা কলেজ ছাত্রদল, ঢাকা মহানগর যুবদলের নেতাকর্মীরা মূলত বাস্তুহারা পরিষদকে মহড়া দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। এ সময় বুয়েটের ছাত্রদল সভাপতি ক্যাডার লায়নকে অস্ত্র হাতে দেখা যায়।

কেসি মেমোরিয়াল থেকে মহাখালী : রণক্ষেত্র

অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বারিধারার কেসি মেমোরিয়ালের সামনে ১১ মার্চ সকাল থেকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সারা দিনই গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা তার বাসাটিকে ঘিরে রাখে। এর মধ্যেই দুপুর সোয়া ২টায় অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী মেজর (অবঃ) মান্নান, মাহী বি. চৌধুরী প্রায় দুই শতাধিক নেতাকর্মীসহ ১৫টি গাড়ির একটি বহর নিয়ে মুক্তাঙ্গনের জনসভায় যোগ দেয়ার জন্য রওনা হয়। গাড়ি বহরের মিছিলটি নতুন বাজার এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। পুলিশ কর্মকর্তারা এ পথে আমেরিকান দূতাবাসের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে মূলত মিছিলটি আটকে দেয়। গাড়ি বহর এ সময় কুড়িল বিশ্বরোড হয়ে মুক্তাঙ্গনের দিকে রওনা হয়। গাড়ি বহরটি বিশ্বরোড রেল ক্রসিংয়ে এলে পুলিশ আবার বাধা দেয়। রেলক্রসিংয়ে গেট আটকে দেয়া হয়। ট্রেন আসার অজুহাতে এখানে গাড়ি বহর আধা ঘন্টা আটকে রাখা হয়। এ সময় রাস্তায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এ সময় বদরুদ্দোজা চৌধুরী গাড়ি থেকে নেমে আসেন। জনতার উদ্দেশে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সমাবেশে

সে ক্ষেত্রে তারা হয়তো কিছুটা ছাড়ও দেবে। মজার বিষয় হচ্ছে, আওয়ামী লীগও হিসাব কষছে কি করা যায়? বি. চৌধুরীর ইস্যুতে আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই আন্ডার প্লে করার পদ্ধতিটাই বেছে নিয়েছে। তখন অবশ্য আওয়ামী লীগও নিশ্চিত ছিল না বি. চৌধুরী কতটা কি করতে পারবেন। কিন্তু ক্রমেই বিকল্প ধারা ইস্যুতে আওয়ামী লীগ চিন্তিত হয়ে পড়ছে। বিএনপির বিকল্প শক্তি হিসেবে শুধু আওয়ামী লীগকেই আওয়ামী লীগ দেখতে চায়। এখন এমন একটা শক্তির উদ্ভব ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য কেমন হবে সে বিষয়ে তারা সন্দিহান। আজকে বিএনপি যেমন নেত্রীর ও পরিবারকেন্দ্রিকতায় খুব বেশি আবদ্ধ, একই সমস্যা রয়েছে আওয়ামী লীগের মধ্যেও। দুই রাজনৈতিক দলের ওপরই মধ্যবিত্ত ক্ষুব্ধ। ক্ষমতাসীনদের বেলায় প্রকাশের মাত্রাটা থাকে তীব্রতর। তাই বি. চৌধুরীর বিকল্প ধারা আপাতত আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হলেও ভবিষ্যতে বুমেরাং হওয়াটা হয়তো অসম্ভব হবে না। আবার বি. চৌধুরী এখন যতোই সময় পাবেন ততোই নিজের দলকে গোছাতে পারবেন। এটাও ভাববার বিষয়। ঐক্য প্রচেষ্টার কনভেনশনে ড. কামাল হোসেন, কাদের সিদ্দিকীদের সঙ্গে বি. চৌধুরীর বিকল্প ধারা যুক্ত হয়ে এখন বেশ শক্তিশালী অবস্থানে গেছে। সামনের সময়ে বি. চৌধুরীর জনসমর্থন বাড়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। তেমন হলে বিএনপির বর্তমান দোদুল্যমান সাংসদরা খুব বেশি চিন্তা করবেন না প্লাটফর্ম বদলাতে। হয়তো এই দুশ্চিন্তাতেই বিএনপি হাইকমান্ড এখন ভীত!

মোটরসাইকেল তুলে দিল স্বয়ং বি. চৌধুরীর ওপর। পুলিশও খুব ভালো ভূমিকা রেখেছে। আক্রমণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। আর বিকল্প ধারার নেতাদের পুলিশ ভ্যানে আশ্রয়টুকু দিয়েছে। কী ঔদার্য আর মহত্বের পরিচয়!

সরকার যেভাবে বাধা দিচ্ছে, তাতে তারা ক্ষমতায় থাকার সব নৈতিকতা হারিয়েছে। উৎসাহী মিছিলকারীরা রেলক্রসিং টপকে এগিয়ে চলে। অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মেজর (অবঃ) মান্নানকে দুই জন কর্মী তাদের মোটরসাইকেলে নিয়ে এগিয়ে আসে। ৬ কিলোমিটার পথ এভাবে পাড়ি দিয়ে মিছিলকারীরা মহাখালীতে এসে পৌঁছে। তেজগাঁ এলাকা থেকে একদল সন্ত্রাসী ইট, পাটকেল ও অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে আসে। হামলাকারীদের ছোঁড়া পাথর এসে মেজর মান্নানের মাথায় লাগে। তিনি মারাত্মক আহত হন। তাকে পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় পাথরের আঘাতে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীও আহত হন। এ সময় অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী পশ্চিম নাখালপাড়া এলাকায় রেললাইনের ওপর বসে পড়েন। কয়েকজন কর্মী তাকে ঘিরে রাখে। প্রায় ১৫ মিনিট পর পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা এসে তাকে নিয়ে মহাখালী রেল ক্রসিংয়ের কাছে আসে। চ্যানেল আইয়ের গাড়িতে করে নিয়ে যায়। এ সময় একজন মোটর আরোহী সন্ত্রাসী মোটর সাইকেল নিয়ে মাহী বি. চৌধুরীর গায়ের ওপর চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। মাহী বি. চৌধুরী পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হন। এ সময় তাকে কর্মীরা দ্রুত সরিয়ে নেয়। মূলত অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্প ধারার সমাবেশ পন্ড করতে জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যদিও সরকারের সূত্র দাবি করছে, তারা বিএনপি, জোটের কোনো দলের সদস্য নয়। তবে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে তাদের পরিচয়। মহাখালীতে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মিছিলের ওপর হামলাকারীরা বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনেরই লোক। অনেকেই ছাত্রদল, যুবদলের নেতাকর্মী। জানা গেছে, মাহী বি. চৌধুরীর ওপর মোটরসাইকেল যে সন্ত্রাসী উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে সে তিতুমীর কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা। তেজগাঁও থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দীন।

স্থানীয় তিন ওয়ার্ড কমিশনারও এ হামলার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২১ নং ওয়ার্ড কমিশনার এমএ কাইয়ুম ও ১৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার আফম আব্দুল আলিমকে এ হামলার সময় দেখা যায়। যদিও তারা বলেছেন, এ সময় তারা এলাকা দিয়ে আসছিলেন। সূত্র জানিয়েছে, ৫৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী মোহাম্মদ আলম এ হামালার নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে। জানা গেছে, চৌধুরী আলম উপনির্বাচনে অংশ নেয়ার ইচ্ছা পোষন করেছেন। অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, ৩ নং ওয়ার্ড কমিশনারের ক্যাডার বাহিনীও এ হামলার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তারা পেছন থেকে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মিছিল ফলো করতে করতে এসেছিল।

মাওয়া সড়কে ভাংচুর, লুটপাট

অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্প ধারার সমাবেশে আসাকে বন্ধ করতে সকাল থেকে পুলিশ ঢাকা-মাওয়া সড়ক কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নানাভাবে পুলিশ বাধা দিতে থাকে মুক্তাঙ্গনগামী লোকদের। পুলিশ ও ক্যাডারদের যুগপৎ বাধাকে উপেক্ষা করে মুন্সীগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তাঙ্গন আসার উদ্দেশ্যে বাস বোঝাই লোকেরা রওনা দেয়। এ সময় সমাবেশগামী বাসগুলো বিএনপির ক্যাডাররা বাধা দেয়। কয়েকটি বাস আব্দুল্লাহপুর পৌঁছালে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা বাসগুলোর ওপর হামলা চালায়। ১০/১২টি বাস ভাংচুর করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে সমাবেশের উদ্দেশে আসা বিকল্প ধারার সমর্থক বোঝাই বাস তারা ভাংচুর করে। এ সময় এলাকার চিহ্নিত বিএনপির সমর্থক সন্ত্রাসীরা বন্দুক উঁচিয়ে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুহূর্তে গোটা এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। লোকজন প্রাণভয়ে দোকানপাট বন্ধ করে ছোটাছুটি করে। জানা গেছে, এ সময় প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা বন্দুক উঁচিয়ে মহড়া দিতে থাকে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, রাজেন্দ্রপুর বাজারে সন্ত্রাসীরা ঢুকে লুটপাটও করেছে। সন্ত্রাসীদের তান্ডবে ঢাকা-মাওয়া সড়ক প্রায় দুই ঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহপুর ও রাজেন্দ্রপুর এলাকায় এ সময়ে গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীরা অনেকের মোবাইল নিয়ে যায়।

মূলত বিকল্প ধারার সমাবেশ পন্ড করতে সন্ত্রাসীরা যে তান্ডব চালিয়েছে তা পৈশাচিক। কোনো সভ্য সমাজে গণতান্ত্রিক একটি সরকার এ কাজ করতে পারে না। বিকল্প ধারার সমাবেশ পন্ড করতে ক্ষমতাসীনরা যে দাপট দেখালো, তা সকল গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার বিরোধী।

জয়ন্ত আচার্য

ভীত হয়ে তারা রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করছে না। মেজর (অবঃ) মান্নানের ওপর ব্যক্তি আক্রমণ করেও যেন লাভ হচ্ছে না তাদের। তার চট্টগ্রামের গার্মেন্টস কারখানা, সাভারে সানক্রেস্টের কারখানায় হামলা চালিয়েছে। কেসি মেমোরিয়ালের সামনে প্রতিদিন বোমাবাজি তো চলছেই। প্রশাসন যথারীতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং কাউকেই চিহ্নিত করতে পারছে না। খালেদা জিয়া এবং তার উত্তরসূরিরা কী একবারও চিন্তা করে দেখেছেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরতদের অনেকেই তো বিএনপির ভোটার! এখানে কাজ করা মানেই মেজর (অবঃ) মান্নানকে ভোট দিতে বাধ্য হবে তা নয়। এখন কী হলো? এই হামলার পর এসব কর্মচারী-কর্মকর্তার পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিল বিএনপি। জোর করে নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ তৈরি করলো। গণতান্ত্রিক আচরণ তাদের কাছে কেউ এখন আশা করে না। কিন্তু এ হিসাবটা তো তাদের থাকা উচিত ছিল। আর একের পর এক হামলায় কার লাভ হচ্ছে?

প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার আগে আরেকটি প্রশ্ন করা যায়, মূলত কেন হচ্ছে এমন আক্রমণ? আওয়ামী লীগের কোনো নেতার প্রতিষ্ঠানের ওপরও তো এমন হামলা চালানো হচ্ছে না এখন। সহজ উত্তর। বিএনপি হাইকমান্ড আসলেই শঙ্কিত দলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। নতুন মেজর (অবঃ) মান্নান যেন জন্ম না নিতে পারে সেজন্যই হয়তো এই আদি পথটিকে বেছে নিয়েছে বিএনপি। এ ছাড়া সাধারণ মানুষ যাদের মধ্যে বি. চৌধুরীর সম্পর্কে অনেক কৌতূহল এবং যারা কিছুটা দোদুল্যমান, তাদের ভীত করার একটা চেষ্টা। এভাবে চাপের মধ্যে রাখলে বিকল্প ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে না- এমন ধারণা হয়তো

হাজী সেলিম হরতালবিরোধী বিশাল ব্যানারের সামনে বুক চিতিয়ে হাঁটছেন। এই ছবি ছাপা হতো সব পত্রিকায়। তার ক্যাডার লিটন নাইন শুটার নিয়ে হরতালের মিছিলে আক্রমণ করেছিল, সেই বা এখন কোথায়?

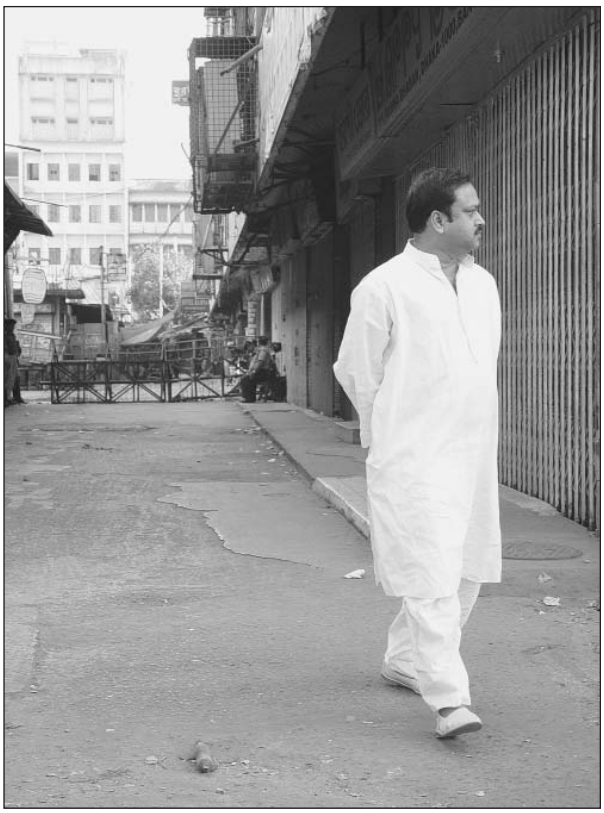

নির্যাতনের ধারাবাহিকতা

২৯ ফেব্রুয়ারি : সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী ঘোষণা দেন, আগামী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে সমাবেশ করবেন। এ সমাবেশ থেকে বিকল্প ধারার জাতীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করবেন।

১ মার্চ : পল্টন ময়দানে সমাবেশ করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে আবেদন করেন।

১০ মার্চ : অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্প ধারায় যোগ দিতে সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান ও মুন্সীগঞ্জের সাংসদ মাহী বি. চৌধুরী বিএনপি ও সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের কথা জানানো হয়। মেজর মান্নানের বাড়ি ও তার সানক্রেস্ট কারখানায় হামলা।

১১ মার্চ : সকাল থেকে পুলিশ অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বারিধারার বাড়ি কেসি মেমোরিয়াল ঘিরে রাখে। দুপুরে গাড়িবহর নিয়ে অধ্যাপক বি. চৌধুরী রওনা দিলে পুলিশ আমেরিকান অ্যাম্বাসির কাছে বাধা দেয়। গাড়িবহর কুড়িল হয়ে মহাখালী পৌঁছালে বিএনপির দুই কমিশনারের নেতৃত্বে ছাত্রদল ও যুবদলের সন্ত্রাসীরা গাড়িবহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত করে বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মেজর (অবঃ) মান্নানকে। মাহী বি. চৌধুরীর ওপর চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা মোটর সাইকেল তুলে দেয়ার চেষ্টা করে। মুন্সীগঞ্জ থেকে মুক্তাঙ্গনের সমাবেশে আসার উদ্দেশ্যে বাসগুলো ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। সন্ধ্যায় বদরুদ্দোজা চৌধুরী কেসি মেমোরিয়ালে সংবাদ সম্মেলনে বিকল্প ধারার ১২ সদস্যের জাতীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন।

১২ মার্চ : সরকারের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে বিকল্প ধারা ১০ দিনব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের জন্য সারা দেশে নিন্দার ঝড় ওঠে।

১৩ মার্চ : বিকল্প ধারার সদস্য সচিব মেজর (অবঃ) মান্নানের গুলশানের বাসায় সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা চালায়। মঞ্চে সন্ত্রাসীরা বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়।

১৫ মার্চ : সাভারে মেজর মান্নানের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীরা হামলায় চালায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সানক্রেস্ট জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মুজিব-জিয়া পরিবারের বলয় থেকে বের হয়ে রাজনীতিতে কেউ সফল হতে পারেননি। ড. কামাল হোসেনকে বড় ধরনের ব্যর্থতা মেনে নিতে হয়েছিল। তাহলে বিকল্প ধারা কেন এতো আশাবাদী?

বিএনপিকে এ অবস্থানে এনেছে।

এখন আসা যাক লাভের প্রসঙ্গে। নিঃসন্দেহে বি. চৌধুরী সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন এ ঘটনায়। যে দোদুল্যমান লোকটি অপেক্ষায় ছিল বি. চৌধুরী কী করে তা দেখার অপেক্ষায়। স্বাভাবিকভাবেই এখন তিনি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল বিকল্প ধারা প্রসঙ্গে। একই সঙ্গে বুঝতে বাধ্য হচ্ছে বি. চৌধুরী হয়তো অনেক বড় ঘটনাই। নাহলে কেন এভাবে তাকে বাধা দেয়া হবে। মোটরসাইকেল তার গায়ের ওপর উঠিয়ে দেয়ার সেই ছবিটিই অনেক বেশি এগিয়ে দিয়েছে বি. চৌধুরীকে। ড. কামালের ঐক্য প্রচেষ্টার কনভেশনে বি. চৌধুরীর অংশগ্রহণের সময় আরো পরিষ্কার হয় তার জনসমর্থন বৃদ্ধির বিষয়টি। আর সাংসদদের বিএনপি ত্যাগ প্রসঙ্গে হাইকমান্ডের হিসাবও ভুল। মেজর মান্নানের ওপর আক্রমণ করে দলছুটের সংখ্যা কমানো অনেক কঠিন। আর কেউই এখন বিএনপি ছাড়বে না এটা বিকল্প ধারার সঙ্গে মিলিত কৌশলও তো হতে পারে। হাইকমান্ডকে এতো বিচলিত দেখলে সাংসদরাও তো বুঝে যাবে ক্ষমতায় আর কতদিন এবং বিকল্প ধারা কতটা শক্তিশালী। বাধা না দিলে একটা সমাবেশ করতেন বি. চৌধুরী। এতে বিএনপির খুব বেশি কী ক্ষতি হতো? অন্তত এখনকার মতো তো এভাবে পত্রিকার হেডলাইন হতো না। আর ছিঃ ছিঃও শুনতে হতো না। একদিনে বি. চৌধুরী এতো বড় ইস্যুও হয়ে উঠতে পারতেন না। মেজর (অবঃ) মান্নানকে নায়ক বানানোর দায়িত্ব যেন বিএনপি নিজের কাঁধেই নিয়ে নিয়েছে। অবশ্য খালেদা জিয়া এবং তার পরিবেষ্টরা যেভাবে চালাচ্ছেন তাতে ভবিষ্যতেও বিকল্প ধারার লাভই হবে। উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ হয়তো অংশ নেবে না। মেজর (অবঃ) মান্নান, মাহী চৌধুরীকে হারানোর জন্য বিএনপি হার্ড লাইনেই থাকবে। কাদের সিদ্দিকী যেভাবে পরাজিত হয়েছিলেন আওয়ামী সরকারের সময়, তেমন ঘটনা ঘটতে পারে তাতে বি. চৌধুরীর লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, আর জিতলে তো আরো ভালো। অবস্থান অনেক বেশি শক্ত হবে। তবে বিকল্প ধারা কতটুকু সফল হবে রাজনৈতিক দল হিসেবে তা এখনও বিশ্লেষণের বিবেচনায় সবার। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মুজিব-জিয়া পরিবারের বলয় থেকে বের হয়ে রাজনীতিতে কেউ সফল হতে পারেননি। ড. কামাল হোসেনকে বড় ধরনের ব্যর্থতা মেনে নিতে হয়েছিল। তাহলে বিকল্প ধারা কেন এতো আশাবাদী? এর উত্তরে মাহী বি. চৌধুরী বলেছেন, 'তখন সময়টা ছিল '৯০-এর পর পর। মানুষের অনেক আশা ছিল বিএনপি আওয়ামী লীগের কাছে। দুই দলকেই জনগণ ক্ষমতায় দেখেছে। এখন তারাও মুক্তি চায়। আর সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী একজন পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়া বিকল্প ধারার বিষয়ে তরুণ প্রজন্ম অনেক বেশি আগ্রহী। এ কারণেই বিকল্প ধারার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হওয়াটাই স্বাভাবিক।' বিএনপি থেকে সাংসদদের মধ্যে কতজন আসতে পারে। বিকল্প ধারায়- এ নিয়েও চলছে অনেক জল্পনা-কল্পনা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিবালয়, চায়ের দোকান- সব জায়গাতেই শেষ সপ্তাহে একই আলোচনা। মাহী বি. চৌধুরীর কাছে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়- আরো ২৫ জনের মতো সাংসদের নাকি সম্ভাবনা আছে বিকল্প ধারায় যোগদানের? '২৫ জন কেন, আমি তো মনে করি বিএনপিতে এখনো একশ'র বেশি বিবেকবান সাংসদ আছেন যারা এই সন্ত্রাস ও দুর্নীতির দায়ভার নিয়ে থাকতে চাইবেন না' মাহী বি. চৌধুরী জানান, 'এদের অনেকেই আসবেন বি. চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজনীতি করতে।' তবে কবে যোগদানের ঘটনা ঘটবে তা তিনি এড়িয়ে যান।

ডা. বি. চৌধুরী তার রাজনৈতিক নতুন প্রেসক্রিপশন দেবার পর থেকেই যুক্তফ্রন্টে নির্বাচনের কথা সরাসরি বলেছেন, এগোচ্ছেন সেভাবেই। তাই বিএনপি হাইকমান্ডকে সবকিছুই বিবেচনায় এনে রাজনীতি করতে হবে। গায়ের জোরে মুখ বন্ধ করার ফল কখনোই শেষ পর্যন্ত পক্ষে আসে না। ইতিহাস অন্তত তাই বলে। বেশি দূর যেতে হবে না, গত চার-পাঁচ বছরে এমন অনেক ঘটনাই আছে। আওয়ামী লীগের শেষ হরতালে হাজী সেলিম এসেছিলেন পার্টি অফিসে একা একা। অথচ তার লালবাগ এলাকায় সেদিন খালেদা জিয়া বিরাট জনসভা করেছেন। চার বছর আগের চিত্রটা কী ছিল? হাজী সেলিম হরতালবিরোধী বিশাল ব্যানারের সামনে বুক চিতিয়ে হাঁটছেন। এই ছবি ছাপা হতো সব পত্রিকায়। তার ক্যাডার লিটন নাইন শুটার নিয়ে হরতালের মিছিলে আক্রমণ করেছিল, সেই বা এখন কোথায়? কিংবা 'এমপি' ইকবালের কি অবস্থা এখন? হরতালের সময় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে কিভাবে কর্মীদের বাধা দিতে হয় তা তো আওয়ামী লীগই বিএনপিকে শিখিয়েছে। তখন শুধু নয়-দশ জন সাংসদ নিয়ে বিএনপি এক হরতালে মিছিল করেছিল। এখন সেই অবস্থা আওয়ামী লীগের। নির্যাতন করে বিরুদ্ধ কণ্ঠ কখনোই আটকানো যায় না। বরং তা আরো বিপদই ডেকে আনে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে কেউই তা বুঝতে পারে না। সব ইন্দ্রিয় তখন নষ্ট হয়ে যায় গল্পের এই বৃদ্ধার মতো।

এক বৃদ্ধা গেছেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন কী সমস্যা আপনার? তিনি বললেন, তেমন কোনো সমস্যাই নেই আমার। শুধু বায়ু ত্যাগের সময় শব্দ এবং গন্ধ কিছুই হয় না। এই যে ৫ মিনিট আছি আপনার এখানে, এর মধ্যে আমি ৬/৭ বার বায়ু ত্যাগ করেছি। আপনি কী কিছু টের পেলেন? সব শুনে ডাক্তার গম্ভীর মুখে একটা ওষুধ লিখে দিলেন।

সপ্তাহখানেক পর সেই বৃদ্ধা আবার এলেন ডাক্তারের কাছে। এসেই প্রশ্ন, কী ওষুধ দিলেন আমাকে, এখন তো বায়ু ত্যাগের পর গন্ধ পাই। ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন, এবার দিতে হবে কান ঠিক করার ওষুধ। শব্দ পাবেন তখন।

বিএনপি'র এখন কোন ওষুধের দরকার?